দৈনিক বাংলা

সারাদেশে খাল কাটা ও পুনর্খননের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ডাকে দেশকে খাদ্যে স্বনির্ভর করার জন্য সারা দেশে জনসাধারণ নতুন খাল কাটা ও পুরাতন খালের পুনর্খননের কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণ করেছেন।

শুক্রবার বাসস এই খবরে বলা হয়, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাওয়া খবরে জানা যায়, রাজশাহী জেলার সদর, নাটোর, নওগাঁও ও নবাবগঞ্জ মহকুমার খাল কাটার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। নাটোর মহকুমার নন্দকুজা ও বানরা এবং চাপিলা-নাজিপুর খাল দুটির কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে।

আত্রাই নদী থেকে বেড়ারিয়া পর্যন্ত চার মাইল লম্বা খালের পুনর্খননের কাজ আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে শেষ হবে।

আত্রাই নদী থেকে বলিরবজার পর্যন্ত সাড়ে পাঁচ মাইল লম্বা খালের পুনর্খনন কাজ পুরোদমে চলছে এবং আগামী মাস খানেকের মধ্যে শেষ হবে।

নবাবগঞ্জ মহকুমার গোবরতলা ইউনিয়নের ৯০ মাইল লম্বা খাল কাটার কাজ আগামী ১০ সপ্তাহের মধ্যে শেষ হবে।

চট্টগ্রাম জেলার সদর দক্ষিণ মহকুমার চাউলভাতলী এবং সদর দক্ষিণের মরিচা খাল খননের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন এলাকায় খাল খনন ও পুনর্খননের কাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে এবং আশা করা যায় নির্ধারিত সময়েই সব কাজ শেষ হবে।

টাঙ্গাইল জেলার ধলেশ্বরী-লৌহজং সংযোগ খাল পুনর্খননের কাজ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। জেলার আরও দুটি খাল খননের কাজ খুব শীঘ্রই শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ মহকুমার তৌলতাতলী খাল কাটার কাজ এগিয়ে চলেছে। সদর উত্তর মহকুমার মরিচাকান্দি খালের এক লাখ ৫০ হাজার ঘনফুট মাটি কাটা হয়েছে।

হবিগঞ্জে গোরিখাল-জলবেড়ি খাল পুনর্খননের কাজ বৃহস্পতিবার শেষ হয়েছে। এক মাইল লম্বা এই খাল কাটা শেষ হলে তিন হাজার একরেরও বেশি জমিতে শুকনো মওসুমে সেচ সুবিধা হবে এবং ৯০ হাজার মন [illegible] ধান উৎপাদনের সহায়ক হবে।

মুন্সীগঞ্জের কালিগাঁও ঘোড়-দৌড় খাল পুনর্খননের কাজ গত ১২ই ডিসেম্বর শুরু হয়েছে। এতে প্রায় ১০ হাজার একর জমিতে সেচের সুবিধা হবে।